FOR ORIYA STORIES.:

https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrTcclkOihYkcIApqUPxQt.;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=Children+Tales+Written+In+Oriya+Language&fr=yhs-adk-adk_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbnt

https://www.youtube.com/watch?v=jhsPQusf5Bk for Bengali story of snake and mongoose)

https://www.youtube.com/watch?v=bSOwqzVAbls for Bengali story of crow and snake

http://parabaas.com/PB21/LEKHA21/gLalgola21.html short story in Bengali by sheori Guptu.

চতুর্থ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ
১৪০৭

লালগোলা প্যাসেঞ্জার

শিউলি গুপ্ত

- কী তখন থেকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছ ? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না ? খেঁকিয়ে উঠল নীলা ।

থতমত খেয়ে গেল প্রোঢ়াটি । সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল । ভীষণ চাপ আসছে পেছন থেকে । বাঁ-কাঁখের শিশুটিকে সামলে ডান হাতে সিটের পেছনটা ধরে কোনও রকমে ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করল । চোখে বোকাবোকা একটা চাউনি, তাকিয়ে থাকল নীলার বিরক্তি মাখানো মুখের দিকে ।

প্রত্যেকবার এই একই ছবি । আর সেইজন্যেই লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বহরমপুর যেতে হবে ভাবতেই গা-পিত্তি জ্বলে যায় নীলার । পরশু রাত্তিরে এই নিয়ে ফাটাফাটি হয়ে গেছে প্রবীরের সঙ্গে ।

অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে 'সানডে'র পাতা ওল্টাচ্ছিল প্রবীর । নীলা উল বুনছিল উল্টোদিকের সোফায় বসে । ডানদিকের টেবিলে হাজার চুরাশির মা বইটা পড়ে আছে । খানিকটা আগেই ওটা শেষ করেছে নীলা । কাগজে পড়ছিল গোবিন্দ নিহালনি বইটা নাকি সিনেমা করবে । মহাশ্বেতা অনুষঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল বহরমপুর যাবার পালাটা এবার ওর । দু'মাস বাদে বাদে ওরা বহরমপুর যায় । একবার প্রবীর একবার নীলা । বহরমপুরের কাছেই প্রবীরের মা থাকেন । গেলেই চার পাঁচদিনের ধাক্কা । উদ্বাস্তু মেয়েদের সমস্যা নিয়ে সেমিনারটা মিস করবে । মহিলা সমিতির মিটিংটাও অ্যাটেণ্ড করতে পারবে কিনা কে জানে । মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেল নীলার ।

- তোমার মা আর কতদিন ওখানে বসে থেকে আমাদের যন্ত্রণা দেবেন ? ঠাণ্ডাগলায় সে জিজ্ঞেস করল ।
- কেন কী ব্যাপার ? ভুরু কুঁচকে ম্যাগাজিন থেকে মাথা তুলল প্রবীর ।
- দু'মাস বাদে বাদে নিজেদের কাজের ক্ষতি করে এই ছোটা । এখানে থাকলে তো আর এটার দরকার হতো না । উলের বলটা মাটিতে গড়িয়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে নিল নীলা ।
- আমাদের কথা ভেবেই মা আসতে চান না । প্রবীরের গলার স্বর গম্ভীর ।
- আমাদের কথা ভেবে ? কী মিন করতে চাইছ তুমি ?
- মিন কিছুই করতে চাইছি না । ষাট বছর বয়স পর্যন্ত মা একাই থেকেছেন । নিজের সংসারের কর্ত্রী হয়ে । প্রবীর উঠে টিভি-টা চালিয়ে দিল । খবর হচ্ছে । এখানে এসে তোমার কর্তৃত্ব মেনে নিতে ওনার পছন্দসই না-ও হতে পারে । এক ছাতের নিচে দিনরাত থাকতে থাকতে পট করে কিছু বলে দিলে তোমার

ভালো লাগবে না । অশান্তি হবে । তার থেকে এই ভালো ।
- তা বলে এই ছোটাছুটি ? মেয়েটার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই ?
- আছে নাকি ? কি জানি । মনে তো হয় না ।
- সব সময় বেঁকিয়ে কথা বোলো না তো । গা জ্বলে যায় । সোজাসুজি বলতে পার না ?
- কী লাভ ? আর তোমার যদি বেশি অসুবিধে হয়, যেও না । আমার মাকে দেখতে তো আর যাও না । যাও জমিজমা থেকে টাকাপয়সা আনতে, না হলে এত ফোয়ারা ছোটাবে কিসে ?
- যাই-ই তো । বেশ করি । ওটা আমার হকের পাওনা ।
- হকের পাওনা পেতে গেলে একটু আধটু কষ্ট তো করতেই হবে ।

প্রবীর রিমোটে চ্যানেলটা পাল্টাল ।

- বৌদি ! সুলতা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে । সবসময়ের কাজের মেয়ে ।
- না । শুধু একটু আলু ভাজবি । এখন কড়া করে এক কাপ চা দে তো ।
- আমাকেও এক কাপ দিও সুলতা । প্রবীর 'সানডে'টা আবার তুলে নিল ।

ঘোর কাটল নীলার । ভিড়ের চাপে ছেলেটির পা বারবার ওর গায়ে এসে লাগছে । কালো কালো রোগা রোগা পা দেখে কেমন বিতৃষ্ণা হলো ওর । কোন ঠেসে বসল । চলে গেলেই হতো বাসে । ভাবল একবার । পরমুহূর্তেই মনে পড়ল গতবারের অভিজ্ঞতার কথা । বারাসতে ঝাড়া এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইল বাসটা । সামনে লরি উল্টেছে । বাইরে তখন একটানা ছাড়ছেড়ে বৃষ্টি । জানলা খোলা যাচ্ছে না । দমবন্ধ হবার দশা । ব্যাগ থেকে গার্ডিমারের জাম্প বইটা বার করে ও পড়ার চেষ্টা করল । মনটা বেশ বসেছে হঠাৎ 'সরেন, সরেন' শুনে চমকে উঠল নীলা । মেয়ে কোলে একটি বৌ ছুটে যাচ্ছে বাথরুমের দিকে । বমি করছে মেয়েটি । সরু প্যাকাটির মতো পা দুলছে কোল থেকে । জানলার দিকে সিঁটিয়ে গেল ও । সামনেই বমি পড়েছে খানিকটা । নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওর । এই গেঁয়ো গাড়িটায় কি মরতে যে দামি টাঙ্গাইলটা পরেছে ! বাড়ি গিয়ে সর্বস্ব ধুতে হবে । মুখটা ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল । দমদম স্টেশনে গাড়ি ঢুকছে । পরশুদিন এখানেই সেমিনার হবার কথা ।

- শুনছেন ? পা-টা একটু নামিয়ে বসুন তো । দমদম থেকে একজন যুবতী উঠল । নীলার ডানদিকে লম্বা সিটে তুলসীর মালা গলায় একজন মহিলা বসে । পায়ের কাছে রাখা পুঁটুলি থেকে উঁকি দিচ্ছে পুতুলের মুখ । নাতি কিংবা নাতনির । তার সামনেই বছর ত্রিশের একজন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে । বেশ

জোরে জোরে গল্প করছে দুজনে। দমদম থেকে ওঠা যুবতীটি আবার বলল - শুনছেন ? পা-টা নামিয়ে বসুন। বসব। বছর ত্রিশের মহিলা যেন শোনেইনি। গল্পই করে যাচ্ছে। যুবতীটি এবার ঠ্যালা দিল মহিলাকে - পা-টা নামান। বসব।
- আমার পায়ে বড্ড ব্যথা।
- তার আমি কী করব ? আপনার পা ব্যথা বলে রানাঘাট পর্যন্ত তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি না।

পা নামিয়ে নিল মহিলাটি। যুবতীটি বসল। গজগজ করতে লাগল আপন মনে - হুঁ ! এরকম পা ব্যথা কত দেখেছি। যত সব স্বার্থপরের দল।

ভিড় বাড়ছে। মহিলা কামরা যদিও পুরুষও উঠে পড়েছে বেশ কয়েকজন। এ লাইনে এটা অবশ্য কোনও ব্যাপারই নয়।

- আপনি বুঝি চাকরি করেন ? দমদম থেকে ওঠা যুবতীটি। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। বেলে ঠোঙায় কমলালেবু।

ঘাড় নাড়ল নীলা - উঁহু !

কী করে যে ওর গা থেকে চাকরি চাকরি গন্ধ বেরোয় কে জানে। নীলা ভাবল।

ছোট হলে কি হবে। দারুণ মিষ্টি। কোলের কমলাগুলো দেখাল যুবতীটি। মহিলার বাঁ পাশে নামানো কমলার ঝুড়িটা।

- নান না দিদি। ঠকবেন না। লুঙিপরা ফেরিওয়ালাটি একটি মেয়েকে লেবু দিতে দিতে বলল। বেশ তেষ্টাও পেয়েছে। তাড়াহুড়োয় জলের বোতলটা টেবিলেই ফেলে এসেছে। চারটে কমলা কিনে নিল নীলা। সত্যিই ভারি মিষ্টি লেবুগুলো।

- কোথায় যাবেন আপনি ? আবার সেই যুবতীটি। এ সব গায়ে পড়ে আলাপ মোটেই পছন্দ হয় না ওর।
- বহরমপুর। নীলা আবার বইএর পাতায় মুখ ডোবাল।

কামরাটায় এখন উপচে পড়া ভিড়। হাজার রকমের জিনিস নিয়ে হকার একবার এদিক একবার ওদিক করছে। বাথরুমের সামনেটা ঝুড়িতে বোঝাই। পাশেই বসে ঢুলছে সস্তার হাওয়াই পায়ে ঝুড়ির মালিক - সবজি - ফলওয়ালিরা। হঠাৎ একটা বোটকা গন্ধ নাকে লাগল ওর। গা-টা গুলিয়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে একজন লোক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে - সিটের পছনে হেলান দেওয়া। কাঁধে

গামছা । প্রৌঢ়াটি কখন যেন নেমে গিয়েছে ।

- ওপাশে সরে দাঁড়াও তো । দেখছ লেডিস দাঁড়াবার জায়গাই নেই । কেন যে তোমরা এখানে ওঠ বুঝতেই পারি না । বেশ রুক্ষ স্বরেই নীলা বলল ।

মুখটা কুঁচমাচু করে লোকটা একটু সরার চেষ্টা করল - সুমুখেই নাইমব দিদি ।

ও বইটা বন্ধ করে দিল । সবুজ খেত হারিয়ে যাচ্ছে পেছনে । ফিঙে দোল খাচ্ছে টেলিগ্রাফের তারে । দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল । মাকে বলতো - দেখ মা কেমন দৌড়চ্ছে গাছগুলো । আপন মনেই হেসে উঠল ও ।

- এড্টু সরে বসেন না গো । বইস্ব । মুখ ঘোরাল নীলা । পাশেই বছর সাতাশ আঠাশের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে । পরনের আধময়লা শাড়িতে, একমাথা রুক্ষ চুলে আবীরের ছড়াছড়ি । খালি হাত । বগলে একটা পুঁটুলি । মুসলমান । দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।

সরলো না নীলা । এই সব নোংরা জামাকাপড় পরা ছোটোলোক ওর পাশে বসবে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল ।

- ওই তো সামনেই জায়গা আছে । বোসো না ওখানে ।

নীলার মুখোমুখি সিটটায় একজন রোগা মতন বউ বসেছিল । সে ডাকল - আসো গো দিদি ।

মেয়েটি হাসল । ঝিলিক দিয়ে উঠল ঝকঝকে দাঁতের সারি । দেখেও না দেখার ভান করল নীলা ।

সামনের সিটের বউটি ততক্ষণে গল্প জুড়েছে মেয়েটির সঙ্গে -
- কতি যাবা ?
- লালগোলা ।
- কী কাজ কর ?
- সব্চি বেচি শ্যালদায় । কাল বিহানের লালগোলাডা ধরছিনু ।
- ঘরের লোক কাজ করে না ?
- নাই গো বুবু । গেল সনে মরি গেলছে ।
- আহা গো । ক্যাটাবিটি ?
- আছে । ক্যাটাটা পাঠশালে যায় । বিটিটা বিহার যুগ্যি ...

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে । নীলা চা নিল এক ভাঁড় । হুড়মুড়িয়ে লোক উঠছে । একটু সরে একটি কিশোরীকে জায়গা করে দিল ও । সবজিওয়ালির মতো কেউ যদি আবার বসতে চায় । মেয়েটির পোশাকটা হাল-ফ্যাসানের । মোটামুটি দামি । সামনের রোগা বউটি নেমে গিয়েছে ইতিমধ্যে । সবজিওয়ালি ঘুমোচ্ছে হাঁ করে । বুকের কাছে জড়ো করা দুটো পা । ওর পাশে বছর বারোর একটি ছেলে বসে । পরনে রং ওঠা ফুলপ্যান্ট, সার্ট । কাঁধের ঝোলা কোলের ওপর । ছেলেটির বাঁ দিকে লম্বা সিটের রাস্তার ধারে চেপেচুপে বসে আছে শালোয়ার-কামিজ পরা শ্যামলা একটি মেয়ে । বাঁ হাত মুঠো করা । হেসে হেসে গল্প করছে ছেলেটির সঙ্গে । চেহারায় পোশাকে নিম্নবিত্তের ছাপ একেবারে স্পষ্ট । হঠাৎ ওর ডান কাঁধের নিচে একটা ভার এসে পড়ল । ঘাড় ঘুরোল নীলা । ঘুমন্ত কিশোরীটির মাথা ওর গায়ে । কি সর্বনাশ মাথা ভর্তি উকুন ! ও আঁতকে উঠল । ঠেলা দিল কিশোরীটিকে - সোজা হয়ে বসো । নিজে জানলার দিকে সরে গেল । উকুন নাকি ওড়ে ।

রানাঘাট পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ । প্রায় ঘন্টাখানেক লেট চলছে ট্রেনটা । চেকার উঠেছিল রানাঘাটের পর । যথারীতি ধমকে ধামকে পয়সা নিয়ে নেমে গিয়েছে । চারটি মেয়ে গল্প করছে নিচু গলায় । কলেজের ছাত্রী হবে । ওদের পাশে মোটাসোটা গিন্নীবান্নী গোছের একজন মহিলা বসে । মুখ ভর্তি পান । তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল নীলার । ভাবল কৃষ্ণনগরে একটা মিনারাল ওয়াটারের বোতল কিনে নেবে । ওর পাশের কিশোরীটি নেমে গিয়েছে । পা দুটো গুটিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজল ও । বহরমপুর এখনও অনেক দুর ।

একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল । হঠাৎ একটা দমকা হাসিতে কেটে গেল সেটা । ও চোখ খুলল । ওর উল্টোদিকে বসা বাচ্চা ছেলেটি কি যেন বলছে । হাসছে শ্যামলা মেয়েটি । ওদের পায়ের কাছে শশাভর্তি ঝুড়ি । দুজনের হাতেই শশা । কচি কচি সবুজ শশা নীলার তেষ্টাটা আরও বাড়িয়ে দিল - শশা কত করে দিচ্ছ ?

- টাকা টাকা ।
- কচি তো ? তেতো হবে না ?
- খেয়েই নাই দাম দিবেন দিদি ।
- কচি দেখে একটা দাও তো ।
- আপনেই বাছেন ।

সময় ফুরোতেই চায় না । সবজিওয়ালি সেভাবেই ঘুমোচ্ছে । চোখ সরিয়ে

নিল নীলা । কোলে রাখা বইটার পাতা ওল্টাতে শুরু করল ।

দশ মিনিটও যায়নি হঠাৎ "কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?" শুনে মুখটা তুলল ও । মাথা নিচু, চোখ মুছছে শ্যামলা মেয়েটি । ঠিক ওর সামনে বসা একজন সুবেশা তরুণী ওকে জিজ্ঞেস করছে - কী হয়েছে ? কাঁদছ কেন ?

ছেলেটির মুখটাও শুকনো । বলল - এই দিদির শশাটা না তেতো ছিল । ফেলতে গিয়ে হাতের দশটা টাকাও ফেলে দিয়েছে ।
- ও মা তাই নাকি ? নড়েচড়ে বসল যুবতীটি । তা ও যাচ্ছে কোথায় ?

ততক্ষণে মুখ তুলেছে মেয়েটি । দুটো চোখের গভীরে জল টলটল করছে । কৃষ্ণনগর । মা'র একটা কাজে ডি-এম অফিসে ।

পান চিবোতে চিবোতে গিন্নীবান্নী গোছের মহিলাটি এবার জিজ্ঞেস করলেন - কী করে তোমার মা ?
- চাকরি করে হেলথ-এ । মাস দুই হলো বদলি করে দিয়েছে রানাঘাট থেকে আরও অনেক ভেতরে । এই দু'মাস মা কোনও মাইনেই পায়নি । দশদিন হলো আবার প্রচণ্ড জ্বর । চোখ মুছল মেয়েটি ।
- তোমার বাবা কিছু করে না ?
- বাবা নেই । বাবার চাকরিটাই মা পেয়েছে । কোলের প্লাস্টিকের প্যাকেট চেপে ধরল ও বুকের ওপর । ডি-এম অফিসটা নাকি স্টেশন থেকে অনেক দূর । রিক্সায় যেতে হয় । চারটের মধ্যে পৌঁছতে হবে । গলাটা বুজে এল মেয়েটির । টাকাটাও ফেলে দিলাম । কী যে করবো ।

ভদ্রমহিলা মুখটা ঘুরিয়ে সুবেশা তরুণীকে বললেন - কত রকমের গল্প যে ফাঁদে আজকাল । টাকা ফেলে দিয়েছি । কোটো থেকে আর একটা পান মুখে পুরলেন তিনি - কিছু যেন বুঝি না ।

নীলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে । মুখ দেখে সত্যি বলছে বলেই তো মনে হয় । অবশ্য যা দারুণ অভিনয় করে এরা । এরকম কত ঘটনাই তো আজকাল আকছার শোনা যাচ্ছে । কিছু বলল না ও ।

সুবেশা তরুণীটি নীলার দিকে তাকাল - পাকা অভিনেত্রী । চান্স পেলে ভালই কামাতে পারবে, কি বলুন ?

সব কথাই মেয়েটির কানে যাচ্ছিল । বুকের কাছে নেমে এল ওর মাথাটা ।

কৃষ্ণনগরের আগের স্টেশন চলে গেল । কামরা প্রায় ফাঁকা । বাথরুমের পাশের ঝুড়ি নেমে গেছে রানাঘাটে ।

- কান্দে না বহিন কান্দে না ।

সবজিওয়ালি কখন উঠে যে ওদের কথা শুনছে খেয়ালই করেনি । ছেলেটির ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সে । শ্যামলা মেয়েটির মাথায় হাত বোলাচ্ছে - নিরাভরণ রুক্ষ একটা হাত । একটু পরেই বুকের ভেতর থেকে একটা রংচটা পুরোনো পয়সার ব্যাগ বার করল লালগোলার সেই গেঁয়ো সবজিওয়ালি । একটা ময়লা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল মেয়েটির হাতের মুঠোয় - এডা থও । রিস্কায় যাবা ।

ছোট ছেলেটিও প্যান্টের পকেট থেকে কতগুলো খুচরো বার করেছে । মেয়েটির কোলে পয়সাগুলো রেখে সে বলল - সাবধানে যেও কিন্তু দিদি ।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে । উঠে দাঁড়াল মেয়েটি । সবজিওয়ালিকে বলল - আশীর্বাদ করুন যেন কাজটা হয় । হাত বুলিয়ে দিল ছেলেটির মাথায় - আসি ভাই ।

আচমকা নীলার গলাটা শুকিয়ে উঠল । ডাকল - চা-ওয়ালা এই চা-ওয়ালা, একটা চা দাও তো ।

অলঙ্করণ ঃ নীলাঞ্জনা বসু

এই লেখাটি সম্বন্ধে আপনার মতামত ?